ভোরের কাগজ

13

তারিখ ... SEP 28 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান

১৬ আগস্ট ১৯৯৯ ভোরের কাগজের চিঠি কলামে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠির বক্তব্যে কেবল ঢালাওভাবে শিক্ষকদেরকেই দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু তা সঠিক নয়। এ ছাড়া, কোন স্কুলে গিয়ে কোন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এরকম ঢালাও মন্তব্য করা হলো তা-ও উল্লেখ করা হয়নি। একটি-দুটি স্কুলকে দিয়ে দেশের সমগ্র স্কুলের শিক্ষার মান সম্পর্কে এ রকম উক্তি করা যথার্থ নয়।

'বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগের মতো লেখাপড়ার মান নেই'— এ কথা বলে চিঠি লেখক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কেবল প্রাইমারি স্তরের কথাই বলেছেন, কিন্তু এ কথা সবারই জানা যে, দেশের কোনো স্তরেই শিক্ষার মান আগের মতো নেই। তবে, এর জন্য কেবল যে শিক্ষকরাই দায়ী— এ কথা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকরা টোটাল সিস্টেমের একটা অংশ মাত্র।

আমাদের শিক্ষকগণ (প্রাইমারি) যতোদূর জানি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো মিটিং বা ট্রেনিঙে অংশ নিয়ে থাকেন যা তাদের শিক্ষা সময়ের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এভাবে শিক্ষার্থীগণ তাদের প্রাপ্য সময় হারাচ্ছে, শুধু তাই নয়, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সার্ভিস বুকসমূহ যারা দেখাশুনা করেন, তারা সেসব কাজ প্রায়ই সুষ্ঠুভাবে করেন না যার কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকেই কাগজপত্রাদি ঠিক করতে অফিসে দৌড়াতে হয়, যা তাদের কর্ম-সময়ের ওপর প্রভাব ফেলে থাকে।

এরপর আসে জরিপের প্রসঙ্গ। সরকারের বিভিন্ন জরিপ যেমন শিশু জরিপ, আদমশুমারি, ভোটার জরিপ ইত্যাদি জরিপের কাজগুলো প্রাথমিক শিক্ষকগণকেই করতে হয়। এতে তাদের অনেক কর্ম-ঘন্টা ব্যয় হয়। এখানেই শেষ হলে কথা ছিল, এরপর আছে বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম, ভোটার লিস্ট তৈরি ও ভোটকাজে অংশগ্রহণ। ভোটার আইডি কার্ড তৈরি ও বিতরণ, বিভিন্ন অফিসিয়াল রিপোর্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। বলা বাহুল্য, এ সময়গুলো তাদের কর্ম সময় থেকেই ব্যয়িত হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্য সময়গুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষদান প্রক্রিয়া। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে এমনিতেই ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সংগত কারণেই অনেক বেশি।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতাতো আছেই। নিয়োগ ক্ষেত্রে মহিলারা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু একজন মহিলাকে ঘর-সংসারের নানা কাজকর্মাদি সেরে স্কুলে আসতে হয়। এবং পুরুষের তুলনায় তাদের পক্ষে সঠিক সময়ে স্কুলে উপস্থিত হওয়াটা অনেক বেশি কঠিন। অনেক শিক্ষিকা আছেন যারা প্রশিক্ষণবিহীন। তাদের আবার প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা একটা সময় বরাদ্দ রাখতে হয়। রয়েছে মেধা সমস্যা। ভালো ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান না। কারণ এখানে বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সীমিত।

কোটি কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ করছে ঠিকই। কিন্তু কই, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনাদি তো বাড়েনি? আসলে অসুখ কোথায়— সেটা জানাই সর্বাগ্রে দরকার। আপনি একজন শিক্ষিত সচেতন মানুষ, সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে আপনি, আমি, আমরা কেউই দায়িত্ব এড়াতে পারবো না। এক্ষেত্রে আমাদেরও সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

ম. সেলিম,
৩৮ জবেদ আলী রোড,
কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ